NTRCA লেকচার শিট
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০২

লেকচার টপিক

- বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন
- ধ্বনি পরিবর্তন

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষায় লৈখিক এবং মৌখিক (কথ্য) এই দু'টি রীতি দেখা যায়। আবার এ দুটি রীতির রয়েছে দুটি করে আলাদা আলাদা রূপ। যথা: লৈখিক [সাধু ও চলিত (আদর্শ)] এবং মৌখিক [চলিত (আদর্শ) ও আঞ্চলিক (উপভাষা)]।

(ক) সাধু রীতি

সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' বলে প্রথম অভিহিত করেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধু রীতির প্রচলন ছিল।

(খ) চলিত রীতি

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে 'চলিত ভাষা' বলা হয়। চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা। কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে ১৯১৪ সালের দিকে এ গদ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। প্রমথ চৌধুরীকে 'বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক' বলা হয়। তিনি চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন।

সাধু ও চলিত রীতির বিভিন্ন পদের রূপভেদ:

সাধু রীতি	চলিত রীতি
সর্প	সাপ
হস্ত	হাত
তাহার	তার
ইহাদের	এদের
অপেক্ষা	চেয়ে
হইতে	হতে
করিল	করল
সাতিশয়	অত্যন্ত
শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
করিবে	করবে
দেখিয়া	দেখে

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য:

সাধু রীতি	চলিত রীতি
সাধু লেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।	চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
এ রীতি নাটকের গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।	এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	চলিথ রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।	সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

(গ) আঞ্চলিক ভাষা

দেশ-কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ঘটে। অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষাকে উপভাষা (Dialect) বা আঞ্চলিক ভাষা বলে। বাংলা আঞ্চলিক উপভাষাসমূহ:
রাঢ়ি উপভাষা, বাঙ্গালি উপভাষা, বরেন্দ্রী উপভাষা, কামরূপী উপভাষা, ঝাড়খণ্ডী উপভাষা।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?**
উত্তর: উপভাষা।

২. **কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?**
উত্তর: সাধু ভাষা।

৩. **সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদ?**
উত্তর: অব্যয়।

৪. **কোন ভাষাকে সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা বলা হয়?**
উত্তর: সাধুভাষা।

৫. **চলিতরীতি প্রতিষ্ঠায় সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন কে?**
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

৬. **"ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি করতে গেলে মুখে শুধু কালি লাগে"- উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

৭. **বাংলা ভাষায় লিখিত রূপের রীতি কয়টি?**
উত্তর: দুটি (সাধু ও চলিত)।

৮. **কোনটি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে?**
উত্তর: সাধুরীতি।

৯. **কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী?**
উত্তর: চলিতরীতি।

১০. **প্রমিত রীতি কী?**
উত্তর: চলিত ভাষার আদর্শরূপ।

১১. **কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?**
উত্তর: সাধু ভাষায়।

১২. **সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?**
উত্তর: হিন্দি।

১৩. **সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?**
উত্তর: ক্রিয়া ও সর্বনাম।

১৪. **উপভাষা (Dialect) কোনটি?**
উত্তর: অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।

১৫. **'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে বুঝায়-**
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

১৬. **ভাষার কোন রীতিতে কেবলমাত্র লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর: সাধু রীতি।

১৭. **ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ কোন রীতিতে ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর: সাধু ভাষারীতিতে।

১৮. **চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়?**
উত্তর: অনুসর্গের।

১৯. **সাধু ভাষার শব্দে 'ঙ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর: ঙ।

Teacher's Work

১. **কোনটি চলিত ভাষার নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য?** [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(স্কুল পর্যায়)-২০২৪]
ক) তৎসম শব্দের বহুলতা খ) তদ্ভব শব্দের বহুলতা গ) প্রাচীনতা ঘ) অমার্জিততা

২. **চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া কেমন হয়?** [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(স্কুল পর্যায়-২)-২০২৪]
ক) দীর্ঘ খ) অতিদীর্ঘ গ) সংক্ষিপ্ত ঘ) অপরিবর্তিত

৩. **সাধু ও চলিত রীতির শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার করলে তাকে কী বলে?** [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(স্কুল পর্যায়-২)-২০২৪]
ক) গুরুদোষ খ) লঘুদোষ গ) মিশ্রদোষ ঘ) গুরুচণ্ডালী

৪. **সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়–** [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]
ক) অব্যয় খ) সম্বোধন পদ গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া

৫. **ভাষার কোন রীতি তৎসম শব্দবহুল?** [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২২]
ক) সাধুরীতি খ) চলিতরীতি গ) কথ্যরীতি ঘ) লেখ্যরীতি

ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তন: দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়। একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

আদি স্বরাগম (Prothesis): উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।
যেমন– স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis): মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।
যেমন– রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলোক, প্রেক > পেরেক।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis): কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।
যেমন– দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

অপিনিহিতি (Apenthesis): পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।
যেমন– আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে): অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।
যেমন– শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

অসমীকরণ (Dissimilation): একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।
যেমন– টপ + টপ > টপাটপ, ধপ + ধপ > ধপাধপ, ফট + ফট > ফটাফট, চট + চট > চটাচট।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony): একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, বিলাতি>বিলিতি।

প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive): আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive): অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual): আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।
যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal): আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology): দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ। যেমন– জানালা > জান্‌লা।

আদি স্বরলোপ (Aphesis): দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লাপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।
যেমন– অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উড়ুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope): দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন– অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope): দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন– আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis): শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।
যেমন– বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মুটুক।

সমীভবন (As similation): শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।
যেমন– ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

প্রগত সমীভবন (Progressive): পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন– চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌গ, গলদা > গল্লা।

পরাগত সমীভবন (Regressive): যখন পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

অন্যোন্য সমীভবন (Mutual): যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটি ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন– সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissimilation): দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant): কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে। যেমন– পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

ব্যঞ্জন বিকৃতি: শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন– কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি/লোপ : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।
যেমন– বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

অন্তর্হতি : পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।
যেমন– ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
উত্তর: বিপ্রকর্ষ।

২. **বড় > বড্ড –এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?**
উত্তর: ব্যঞ্জনদ্বিত্ব।

৩. **Prothesis এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?**
উত্তর: আদি স্বরাগম।

৪. **একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: স্বরসঙ্গতি।

৫. **দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে কী বলা হয়?**
উত্তর: সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

৬. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে কী বলা হয়?**
উত্তর: অসমীকরণ ।

Teacher's Work

১. **দুটি সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে কী বলে?** *[১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন(স্কুল পর্যায়)-২০২৪]*
ক অপগত খ পরাগত গ সমীকরণ ঘ বিষমীভবন

২. **ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত?** *[৪৪তম বিসিএস]*
ক রতন খ কবাট গ পিচাশ ঘ মুলুক

৩. **রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র-** *[১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]*
ক স্বরভক্তি খ স্বরসঙ্গতি গ অভিশ্রুতি ঘ অপিনিহিতি

৪. **শরীর > শরীল- শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য?** *[১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭]*
ক সমীভবন খ বিষমীভবন গ অসমীভবন ঘ ধ্বনিবিপর্যয়

Student Practice

১. **বড় দাদা > বড়দা- কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
ক অন্তর্হতি খ ব্যঞ্জন বিকৃতি
গ বিষমীভবন ঘ ব্যঞ্জনচ্যুতি — **ঘ**

২. **ভাষার কোন রীতি কেবলমাত্র লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?**
ক কথ্য রীতি খ আঞ্চলিক রীতি
গ সাধু রীতি ঘ চলিত রীতি — **গ**

৩. **মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' হিসেবে প্রথম অভিহিত করেন কে?**
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ রাজা রামমোহন রায় ঘ প্যারীচাঁদ মিত্র — **গ**

৪. **প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?**
ক উপন্যাসে ইতিহাস বর্জনে
খ সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে
গ চলিত ভাষার ব্যবহারে ঘ গদ্য কবিতা রচনায় — **গ**

৫. **চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপাত্র কোনটি?**
ক সাধনা খ শিখা
গ শনিবারের চিঠি ঘ সবুজপত্র — **ঘ**

৬. **শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?**
ক স্বরলোপ খ বিষমীভবন
গ অভিশ্রুতি ঘ বর্ণ বিকৃতি — **খ**

৭. **নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?**
ক প্রেক > পেরেক খ সাধু > সাউধ
গ শিকা > শিকে ঘ স্কুল > ইস্কুল — **খ**

৮. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?**
ক সম্প্রকর্ষ খ পরাগত
গ স্বরসঙ্গতি ঘ অসমীকরণ — **ঘ**

৯. **'স্বরলোপ' কোনটির বিপরীত?**
ক সমীভবন খ অপিনিহিতি
গ স্বরাগম ঘ স্বরসঙ্গতি — **গ**

Home Work

NTRCA চাকুরি প্রত্যাশীদের জন্য বিগত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বাছাই করে এবং সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর সংযোজনে সাজানো হয়েছে। যা মনে রাখতে পারলে শতভাগ কমন থাকবে।

১. **'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের?** [৪৫তম বিসিএস]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ ড. সুকুমার সেন — **ঘ**

২. **ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত?** [৪৪তম বিসিএস]
ক রতন খ কবাট
গ পিচাশ ঘ মুলুক — **গ**

৩. **বড় > বড্ড –এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক বিষমীভবন খ সমীভবন
গ ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ ব্যঞ্জন-বিকৃতি — **গ**

৪. **'বঙ্গালি' উপভাষা অঞ্চল কোনটি?** [৪২তম বিসিএস]
ক নদীয়া খ ত্রিপুরা
গ পুরুলিয়া ঘ বরিশাল — **ঘ**

৫. **অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?** [৪১তম বিসিএস]
ক জন্ম > জম্ম খ আজি > আইজ
গ ডেস্ক > ডেসক ঘ অলাবু > লাবু > লাউ — **খ**

৬. **সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?** [৩৯তম, ১৬তম ও ১৫তম বিসিএস]
ক ক্রিয়া ও সর্বনাম খ বিশেষ্য ও ক্রিয়া
গ বিশেষণ ও ক্রিয়া ঘ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে — **ক**

৭. **নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?** [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রাতিপদিক খ অভিশ্রুতি
গ অপিনিহিতি ঘ ধ্বনি বিপর্যয় — **ক**

৮. **তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?** [২৯তম বিসিএস]
ক চলিত রীতিতে খ সাধুরীতিতে
গ মিশ্র রীতিতে ঘ আঞ্চলিক রীতিতে — **খ**

৯. **সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?** [১৮তম বিসিএস]
ক কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ গানের কলিতে
গ গল্পের কলিতে ঘ নাটকের সংলাপে — **ঘ**

১০. **গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি?** [১০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শব পোড়া খ মড়া দাহ
গ শবদাহ ঘ শব মড়া — **গ**

১১. **কোনটি চলিত ভাষার নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য?** [১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)-২০২৪]
ক তৎসম শব্দের বহুলতা খ তদ্ভব শব্দের বহুলতা
গ প্রাচীনতা ঘ অমার্জিততা — **খ**

১২. **দুটি সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে কী বলে?** [১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)-২০২৪, ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)-২০২৪]
ক অপগত খ পরাগত
গ সমীকরণ ঘ বিষমীভবন — **ঘ**

১৩. **চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া কেমন হয়?** [১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় ২)-২০২৪]
ক দীর্ঘ খ অতিদীর্ঘ
গ সংক্ষিপ্ত ঘ অপরিবর্তিত — **গ**

১৪. **কোনটি সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?** [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী)'২৪]
ক সাধু ভাষা প্রাচীন খ এটি পরিবর্তনশীল
গ গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী
ঘ এ ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি — **খ**

১৫. সাধু ও চলিত রীতির শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার করলে তাকে কী বলে? [১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায় ২)-২০২৪]
ক গুরুদোষ খ লঘুদোষ
গ মিশ্রদোষ ঘ গুরুচণ্ডালী **ঘ**

১৬. কোন রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর হয়? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক সাধু রীতি খ চলিত রীতি
গ প্রমিত রীতি ঘ আঞ্চলিক রীতি **খ**

১৭. 'জুতো' শব্দটি কোন ভাষারীতির? [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)'২৪]
ক সাধু খ চলিত
গ প্রাকৃত ঘ কোল **খ**

১৮. ভাষার চলিত রূপ কোনটি? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক এই খ উহা
গ তাহাদের ঘ ওদের **ঘ**

১৯. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী? [মা.উ.শি.অ (হিসাব সহকারী)'২৩]
ক কথ্য ভাষা খ উপভাষা
গ সাধু ভাষা ঘ চলিত ভাষা **খ**

২০. বাঙালী জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন কথ্য ভাষারীতির নাম কী? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক কথ্য ভাষা খ আদর্শ রীতি
গ আদর্শ কথ্য রীতি ঘ আদর্শ ভাষা রীতি **গ**

২১. বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬]
ক দুইটি খ তিনটি
গ পাঁচটি ঘ চারটি **ক**

২২. 'অদ্য' শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহরণ? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা'১৬]
ক চলিত খ সাধু
গ প্রাকৃত ঘ কোল **খ**

২৩. কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদহারণ? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৬]
ক শরীল > শরীর খ হংস > হাঁস
গ লাফ > ফাল ঘ দুর্গা > দুগ্‌গা **গ**

২৪. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়- [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০১৫]
ক চলিত ভাষারীতিতে খ সাধু ভাষারীতিতে
গ সমাজ উপভাষায় ঘ আঞ্চলিক উপভাষায় **খ**

২৫. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক-'২৩]
ক বাকস্ > বাস্ক খ মোজা > মুজো
গ মুড়া > মুড়ো ঘ দেশি > দিশি **ক**

২৬. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য? [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪]
ক গাম্ভীর্য
খ প্রমিত উচ্চারণ
গ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
ঘ ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে **খ**

২৭. চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়- [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৩]
ক সাধু ভাষা খ প্রমিত ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ উপভাষা **খ**

২৮. 'এইরূপ সাদৃশ্য অনেক চক্ষে পড়িবে'– এর চলিতরূপ লিখুন। [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৩]
ক এইরূপ সাদৃশ্য অনেকগুলো চোখে পড়বে
খ এরকম সাদৃশ্য অনেক চোখে পড়বে
গ এরকম সাদৃশ্য অনেকগুলি চোখে পড়বে
ঘ এ রকম সাদৃশ্য অনেকগুলো চক্ষে পড়বে **খ**

২৯. কোন বাক্যটি গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত? [৯ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৩]
ক এখন যাওয়ার সময় হয়েছে
খ সে এখন স্কুলে যাবে
গ এখন যাওয়া সময় হয় নাই
ঘ তাহারা রওয়ানা হলো **খ**

৩০. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন- [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১২]
ক রাজা মনি মোহন রায় খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ অক্ষয় কুমার দত্ত **খ**

৩১. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না? [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১২]
ক বিশেষ্য খ সর্বনাম
গ অব্যয় ঘ ক্রিয়া **গ**

৩২. সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য- [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল পর্যায়)-২০২২]
ক বাক্যের গঠন প্রক্রিয়া
খ ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়
গ শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপের ভিন্নতায়
ঘ ভাষার জটিলতা ও প্রাঞ্জলতায় **খ**

৩৩. চলিত রীতির প্রবর্তক কে? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)'২২]
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **গ**

৩৪. নিচের কোন শব্দটি সাধু ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৯]
ক শুকনো খ সাথে
গ জুতা ঘ বুনো **গ**

৩৫. নিচের কোনটিতে সাধুভাষা সাধারণত অনুপযোগী? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৭]
ক কবিতায় খ গানে
গ ছোটগল্পে ঘ নাটকে **ঘ**

৩৬. কথ্যরীতির সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাকে কী বলে? [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)-২০১৭]
ক সাধুভাষা খ আদর্শ চলিত ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ দেশি ভাষা **খ**

৩৭. আলালি বা হুতোমি ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে? [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৬]
ক সাধু খ চলিত
গ ইংরেজি ঘ সংস্কৃত **খ**

৩৮. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোনরূপে বিদ্যমান? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৬]
ক আঞ্চলিক খ উপভাষা
গ লেখ্য ঘ কথ্য **গ**

৩৯. চলিত ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য? [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান-২)-২০১৫]
ক গুরুগম্ভীর খ কৃত্রিম
গ পরিবর্তনশীল ঘ তৎসম শব্দবহুল **গ**

৪০. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট? [৯ম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল সমমান)-২০১৩]
ক কথ্য ভাষা খ আঞ্চলিক ভাষা
গ সাধু ভাষা ঘ চলিত ভাষা **গ**

৪১. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ? [৮ম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল-২)'১২]
ক সাধু ভাষা খ কথ্য ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ চলিত ভাষা **ঘ**

৪২. **চলিত রীতির শব্দ নয় কোনটি?** [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল/সমপর্যায়-২)-২০১৪]
ক করবার খ করার
গ করিবার ঘ করে **গ**

৪৩. **ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল?** [১২তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক (স্কুল/সমপর্যায়-২)-২০১৪]
ক সাধুরীতি খ চলিত রীতি
গ কথ্য রীতি ঘ বানান রীতি **খ**

৪৪. **কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?** [খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে খাদ্য পরিদর্শক : ১২]
ক কথ্য ভাষায় খ সাধু ভাষায়
গ আঞ্চলিক ভাষায় ঘ চলিত ভাষায় **খ**

৪৫. **বন্য শব্দটির চলিত রূপ কোনটি?** [রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (সুপার ভাইজার)– ১৭]
ক বন্যে খ বুনো
গ বনো ঘ বন্য **খ**

৪৬. **নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?** *[পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী-'১৪; ৭ম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা- ২০০১]*
ক পিশাচ > পিচাশ খ জন্ম > জম্ম
গ ফাল্গুন > ফাগুন ঘ শরীর > শরীল **ঘ**

৪৭. **নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?** [জবি (ঘ- ইউনিট): ২০১৪-১৫]
ক ফিল্ম > ফিলিম খ সত্য > সত্যি
গ স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ শিকা > শিকে **ক**

৪৮. **আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়?** [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার : ২০১২]
ক পরাগত খ মধ্যগত
গ প্রগত ঘ অন্যান্য **গ**

১. **সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?**
ক বিশেষণ ও ক্রিয়া খ বিশেষ্য ও বিশেষণ
গ ক্রিয়া ও সর্বনাম ঘ বিশেষ্য ও ক্রিয়া

২. **সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?**
ক কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ গানের কলিতে
গ গল্পের বর্ণনায় ঘ নাটকের সংলাপে

৩. **'জুতো' শব্দটি কোন ভাষারীতির?**
ক সাধু খ চলিত
গ প্রাকৃত ঘ কোল

৪. **বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা কয়টি?**
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৪টি ঘ ২টি

৫. **'রিকসা > রিস্‌কা' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?**
ক সমীভবন খ বিষমীভবন
গ ধ্বনিলোপ ঘ বর্ণবিপর্যয়

৬. **আশু > আউশ এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?**
ক অপিনিহিতি খ সমীভবন
গ বিপ্রকর্ষ ঘ বর্ণ বিপর্যয়

৭. **ক্লাশ > কিলেশ, প্রীতি > পিরীতি, গ্লাস > গেলাস এগুলো কীসের উদাহরণ?**
ক অপিনিহিতি খ আদি স্বরাগম
গ মধ্য স্বরাগম ঘ অন্ত্য স্বরাগম

৮. **কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ?**
ক বিলিতি খ পিরীতি
গ বসতি ঘ জানালা

৯. **অন্যোন্য সমীভবনের একটি দৃষ্টান্ত হলো-**
ক বড্ড খ উচ্ছ্বাস
গ বিলিতি ঘ ফাগুন

১০. **বিপ্রকর্ষের উদাহরণ হচ্ছে-**
ক সত্য > সইত্য খ বেঞ্চ > বেঞ্চি
গ বিলাতি > বিলিতি ঘ তুর্ক > তুরুক

Biddabari
উত্তরমালা

১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	খ
৫	ঘ
৬	ক
৭	গ
৮	খ
৯	খ
১০	ঘ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য" অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।